CALCUTTA. DEC 1 B

অমৃতবাজারপত্রিকা

BERHAMPORE DE. 13 73

৬ভাগ { কলিকাতাঃ—২৭এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং১১ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৪৪ সংখ্যা

TOO LATE

বিজ্ঞাপন।

—000—

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ,অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাঁহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ॥০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার আউন্স শিশির মূল্য ॥০ আনা।

ডাক মাশুল ইত্যাদি ।/০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েণ্টল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪নম্বরের বাটী মোহালানবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী, ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত করিলে পাওয়া যাইবে।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের

শব্দ কল্পদ্রুম।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গলা ও দেবনাগরাক্ষরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ডিমাই ৪পেজী ফরমে মুদ্রিত হইয়া, মাসে মাসে ২০ ফর্ম্মা করিয়া এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আপাততঃ আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের পুস্তক এক২খণ্ড প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইবেক। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১ টাকা,ডাকমাসুল ৵০আনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদূরের বাটী পাওয়া যাইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং।

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।

কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফার্শলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ দ্বিতীয় গলি।

ইং ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

শঙ্কর বিজয় জয়ন্তী।

অর্থাৎ শঙ্কর দিগ্বিজয় সারানুসারে শ্রীমদ্ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বামির জীবন চরিত্র জন্মাবধি স্বধাম গমন পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞাপন অলৌকিক কীর্ত্তি ও বিচার ও দিগ্বিজয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিগ্বিজয় সারগ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় গদ্য প্রবন্ধে যথাযোগ্য স্থানে মূল শ্লোক অর্থ সহিত বিরচিত হইয়া উত্তম কাগজে ও অক্ষরে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ অতি উপাদেয় যাহা অবলোকনে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম ও উপায় বোধ হয়। যে মহাশয়ের গ্রহণাভিলাস হয় কলিকাতা পটলডাঙ্গা আমাদের কার্য্যালয়ে ও বারাণসী সোনারপুরায় শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্রের নিকটে এবং এলাহাবাদে মৌশীমগঞ্জে শ্রীযুক্ত শশিভুষণ মিত্রের নিকট মূল্য ও ডাক মাশুল পাঠাইলে পাইবেন পত্র বেয়ারিং পাঠাইবেন না।

পুস্তকের মূল্য

স্বাক্ষরকারীর প্রতি প্রতিখণ্ড—১॥০

বিনা স্বাক্ষরকারী— ২৲

ডাক মাশুল প্রতিখণ্ড —৵০

শ্রীজ্ঞানচরণগুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১॥ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। (২৭)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোং নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দের নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মাসিক খণ্ড খণ্ড ক্রমে প্রচারিত হইতেছে। দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ডাক মাশুল সমেত ।/০ আনা।

শ্রীমদ্ভাগবত ঐ, ঐ ২৫ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে [illegible] দর্পণ, সাপ্তাহিক পত্রিকা ডাক মাশুল [illegible] মূল্য ৬॥০ টাকা। চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট নিউ সরকারস প্রেস ৩৫ নং ভবনে পাওয়া যায়।

ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে।

এদেশে যখন বর্গীরহাঙ্গামা কি অন্যরূপ উপদ্রবের আশঙ্কা ছিল তখন লোকের শান্তি ছিল না। যখন চোর ডাকাইতের উৎপাত ছিল, যখন গ্রামে ২ একটী ডাক ইতের দল ছিল, তখন রাত্রে লোকে ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিত না। সর্ব্বদা লোকে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং আপনাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সকলের উপায় করিতে ঐক্য হইতে হইত। লোকে ব্যায়াম চর্চ্চা করিত, অস্ত্র শিক্ষা করিত, যুদ্ধ করিত ও সর্ব্বদা সুসজ্জীভুত থাকিত। এখন ইংরাজ সুশাসনে বর্গীরা গিয়াছে, চোর ডাকাইত গিয়াছে, আমাদের আত্মরক্ষার ভার আর আমাদের হাতে নাই। আমরা নিরাপদে নিশ্চেষ্ট হইয়া সুখে কাল কাটাইতেছি। এখন ঐক্য হইবার প্রয়োজন নাই। পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। বহির্বিবাদ গেলে অন্তর্বিবাদ বাড়ে। এখন ডাকাইতগণের সঙ্গে গ্রামের লোকের বিবাদ নাই, এখন আপনা আপনি বিবাদ। এখন লাঠালাঠি নাই, কিন্তু মোকদ্দামা। রক্তপাত নাই, কিন্তু অর্থ ব্যয়। এ ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে?

পূর্ব্বে দেশে কুসংস্কার কি পৌত্তলিকতার ভারি প্রাচুর্ভাব ছিল। হিন্দুসমাজের মধ্যে শাসন ছিল, পুত্রের বিবাহ, কন্যার বিবাহ শ্রাদ্ধ পূজা ইত্যাদি লইয়া প্রায় দলাদলি ছিল। এই দলাদলির প্রভাবে অনেকগুলি গ্রাম এক সূত্রে আবদ্ধ হইত। ইহারা প্রায় এক পরিবারের ন্যায় অবস্থিতি করিত, কাহার কোন বিপদ হইলে সকলে আপনার বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিত। ইংরাজ শাসন প্রভাবে এদেশে জ্ঞানালোক বিকসিত হইয়াছে। কুসংস্কার কুজ্ঝটিকা আমাদিগকে আর আচ্ছন্ন করিতে পারে না। আমরা ধর্ম্ম বিষয় স্বাধীনতা পাইয়াছি। দেশের মধ্যে এখন হিন্দুসমাজ বহির্ভূত কাজ অবলীলাক্রমে করা যায়। সামাজিক শাসনে আর কেহ ইহার বিপরীত কাজ করিতে বাধ্য নন, কিন্তু যে অবধি জ্ঞানালোক দ্বারা এই কুসংস্কার কুজ ঝটিকা অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই অবধি আমাদের হিন্দু সমাজে ঘরোয়া বিবাদের আরম্ভ হইয়াছে। পিতা পুত্রে, স্ত্রী স্বামীতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আত্মীয় স্বজনে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং হিন্দু সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এ ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে?

ইংরাজেরা এখন যেরূপ বিচারালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে বিচারালয় গমনে কাহার আর কোন কষ্ট নাই। ইতিপূর্ব্বে বিচারালয়ে গমন করা ভারি কষ্টের বিষয় ছিল, এই নিমিত্ত প্রায় সমুদয় গ্রামে সালিশী দ্বারা সকল বিষয় বিচার হইত। ইহারা কোন রাজনির্দ্ধারিত আইন দ্বারা বিচার করিতেন না। আপনাদিগের যেরূপ বিবেচনা হইত সেইরূপ বিচার করিতেন, কিন্তু এখন আর সালিশিদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয় না। আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রতি নিয়ত আইন প্রস্তুত করিতেছেন। সুশিক্ষিত বিজ্ঞ বিচারপতিরা উকিল মোক্তারের সাহায্যে সুবিচার করিতেছেন। বিচারালয়ে জাতিভেদ নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিচারের পরিবর্ত্তন হয় না। দরিদ্র, ধনী, জমিদার, প্রজা এখানে কাহার কোন মান অপমানের তারতম্য নাই কিন্তু যে অবধি এই সুবিচারের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, যে অবধি ইংলণ্ডবাসী সুবিখ্যাত আইন প্রণেতারা এদেশে আইন সৃষ্টি করিতেছেন, যে অবধি ইংলণ্ডবাসী সুশিক্ষিত বিচারপতিরা এদেশে বিচার করিতেছেন, যে অবধি উকিল মোক্তারের সৃষ্টি, সেই অবধি মোকদ্দমার সংখ্যা ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি হইয়াছে। এ ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে?

পূর্ব্বে জমিদারেরা প্রজার উপর রাজার ন্যায় আধিপত্য করিতেন। প্রজারা জমিদারকে যমের ন্যায় ভয় করিত। জমিদারের ভয়ে তাহারা রাজ বিচারালয়ে গমন করিতে পারিত না। মারুন কাটুন তাহারা জমিদার বই আর কাহাকেও জানিত না, কাহাকেও চিনত না, চিনিতে পারিত না। জমিদারেরা তাহাদিগকে রাখিলে পারিতেন, মারিলে পারিতেন। ইহাতে প্রজারা জমিদারকে সর্ব্বে সর্ব্বা জানিত। আপন দ্রব্যের প্রতি লোকের স্বভাবতঃ স্নেহ না হইয়া থাকিতে পারে না, জমিদারেরা সুতরাং প্রজার প্রতি যেরূপ নিষ্পীড়ন করিতেন, তেমনি তাহারা কোন বিপদে পড়িলে তাহাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইবে এরূপ কোন অপরাধ করিলে তাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত দূর সম্ভব সাহায্য করিতেন। আপন প্রজার গাত্র কেহ স্পর্শ করিলে আপনি অপমান গ্রস্থ হইতেন। দুর্ব্বৎসর হইলে শুদ্ধ খাজনা সংগ্রহ করিতে বিরত থাকিতেন না, প্রজার পরিবারে ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইংরাজ দিগের সুশাসনে জমিদার আর প্রজায় এখন আর কোন প্রভেদ নাই। রাজস্ব নিয়ম মত দিতে পারিলে জমিদারের সাধ্য নাই যে, প্রজাকে বাটি আহ্বান করেন। প্রজা নিষ্পীড়ন করা দূরে থাকুক, পিয়াদা দ্বারা তাহাকে ডাকিতে পারেন না। কিন্তু যে অবধি এই সুশাসন আরম্ভ হইয়াছে সেই অবধি প্রজা ও জমিদারের মধ্যে আত্ম কলহ আরম্ভ হইয়াছে। জমিদারও সুযোগ পাইলে প্রজা দমনে বিমুখ হন না, আবার জমিদারকে জব্দ করিবার কিছু মাত্র সুযোগ পাইলে প্রজা তাহা পরিত্যাগ করেনা। কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না এবং কেহ কাহার নহে। দুর্ব্বৎসর হইলে জমিদারও খাজনা আদায় করিতে ক্ষান্ত হন না, আবার জমিদার বিপদাপন্ন হইলে প্রজা তাহাকে ভিক্ষা দেয় না। এ ভাল হইয়াছে না মন্দ হইয়াছে?

—ঃ।ঃ—

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বিচার।

১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যায় এক লক্ষ লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। সে বৎসর দেশে প্রচুর ধান্য ছিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি পূর্ব্বাহ্ণে একটু মনোযোগ করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ উড়িষ্যায় অনশনে একটী লোকও মরিত না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবে একথা মাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর জেনারেল কেহই বিশ্বাস করিলেন না। যখন লোকের মধ্যে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল তখনও কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশ্বাস করিলেননা এবং যখন অন্নাভাবে লোক মরিতে লাগিল তখন তাহাদের চৈতন্য হইল। তাঁহারা তখন দেশ বিদেশ হইতে শস্যের আমদানি করিতে লাগিলেন এবং এই উদ্যোগ করিতে ২ লক্ষ লোক কাল গ্রাসে পতিত হইল। উড়িষ্যায় যেবার দুর্ভিক্ষ হয় সেবার বাঙ্গলার অনেক স্থলে শস্য উত্তম হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও প্রচুর শস্য হইয়াছিল। এ বৎসর বাঙ্গলায় শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, বেহারেও কিছু হয় নাই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে স্থানে স্থানে শস্য উত্তম হয় নাই। আবার উড়িষ্যায় জোর বার আনা শস্য হইবে। এরূপ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কিছু মাত্র অমনোযোগ দেখিলে আমাদের ভয় হয়। লর্ড নর্থব্রূক অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি এ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণে অনেক উপায় অবলম্বন করিতেছেন তথাচ তাঁহার ভাব গতিক দেখিলে বোধ হয় তিনি যাহা করিতেছেন সে কেবল লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এবং এদেশীয় লোকের অনুরোধে। তাঁহার এ বিষয়ে কাজ কর্ম্ম দেখিলে বোধ হয় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে দুর্ভিক্ষ হইবে না। তিনি প্রথম দুর্ভিক্ষের সম্বাদ শুনিয়া বটে ভীত হন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া দিন চেরেক অবস্থিতি করেন। তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলার রাজ কর্ম্মচারী এবং প্রধান প্রধান লোক সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইল। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন এবং আবার অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া কি করিলেন তাহা আমরা জানি না কিন্তু তাহার পর তিনি এ সম্বন্ধে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় যে তিনি যে ভয় করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন প্রকৃত শস্যের অবস্থা তত দূর মন্দ হয় নাই। তিনি যখন কাজে প্রায় কোন বিষয়ে ক্রুটী করিতেছেন না তখন দুর্ভিক্ষ হইবে না তাঁহার এ রূপ ভাব প্রকাশ করায় আমাদের তত ক্ষতি নাই। কিন্তু তিনি এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এরূপ আশা সূচক গণনা করিলে লোকের মনেও অনেক আশার উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু লোকে ও মাজিষ্ট্রেট, কমিসনার প্রভৃতি এই আশা সূচক গণনা করিয়া উড়িষ্যার সর্ব্বনাশ করেন। এবার যদি লর্ড নর্থব্রুকের আশা সূচক গণনায় বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষীয় গণকে মুগ্ধ করে তবে ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা। লর্ড নর্থব্রুক যে অবধি আগ্রায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে স্বীয় বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন সেই অবধি সাধারণের, সম্বাদ পত্রের এবং কর্ত্তৃপক্ষীয় গণের মতও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লোকে পূর্ব্বে যেরূপ দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত সতর্ক হইতেছিল এখন সে বিষয়ে কিছু অমনোযোগী হইয়াছে। ভারি বিপদ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া গণনা করায় যত অনিষ্ট হউক আশান্বিত হইয়া গণনা করিয়া ভ্রম করিলে তাহা অপেক্ষা যে সহস্র অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহার কোন ভুল নাই। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় লোকে ব্যয় পরিমিত করিতেন। যদি আশা সূচক গণনা দ্বারা লোকে ঐ সমুদয় বন্দবস্তে পূর্ব্ব হইতে তাচ্ছিল্য করে তাহা হইলে ভারি বিপদ হইবার সম্ভাবনা। অথচ দুর্ভিক্ষ ভয়ে যদি লোকে ব্যয় কর্ত্তন, শস্য সঞ্চয় প্রভৃতি সদুপায় অবলম্বন করে তাহা হইলে কাহারও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। বটে মিছামিছি ভয়ে ত্রাসিত হইয়া যদি সকলে শস্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করে তাহা

হইলে অনর্থক শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং লোকে ইহাতে অর্থ সম্বন্ধে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ভয়ে লোকে এরূপ অনর্থক ক্ষতি অধিক দিন দেয় না। কেবল আশঙ্কাতে যে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় তাহা অধিক দিন উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয় না। আবার যখন গবর্নর জেনারেল রপ্তানি বন্দ করিলেন না তখন এরূপ মিছা আশঙ্কায় শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তানি কতক বন্দ হইবে। আবার গবর্নর জেনারেল যে সমুদয় গণনা করিয়াছেন সমুদয় আনুমানিক। তিনি বলেন কেবল রাজসাহী বিভাগে অন্নের অভাব হইবে কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের রিপোর্টে তাহা বোধ হয় না। আমরা সামান্যত একটী গণনা করিলে অনেক বুঝিতে পারি। আমন ধান্য তিন রকম ভূমিতে হয়; উচ্চ ভূমিতে বর্ষার জল আবদ্ধ রাখিয়া সেইখানে, গভীর বিলে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প গভীর বিলে। বৃষ্টি না হওয়ায় উচ্চ ভূমির ধান্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অল্প গভীর বিলেও জোর সিকি ধান্য হওয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ বিলে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ধান্য হইয়া থাকিবে এবং বাঙ্গালার বিলান ভূমি অপেক্ষা অন্যবিধ আমন ধানের ভূমি যে বিস্তর অধিক তাহার কোন সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর করেন যেন বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ না হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সকলের সতর্ক হইয়া থাকা উচিত। এখন অগ্রহায়ণ মাস, বৎসরের মধ্যে এই সময় ধান্য অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়, এখনই স্থানে স্থানে চারি কি সাড়ে চারি টাকা মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, এখন ত সম্মুখে আর আট মাস পড়িয়া আছে। আমরা সকলকে যেরূপ নির্ভাবনায় দিন অতিবাহিত করিতে পরামর্শ দেই না, সেইরূপ হতাশ হইয়া মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে বলি না। পূর্ব্বাহ্ণে যত্ন করিলে কখনই অন্ন কষ্ট হইবে না। বোরো ধান্য, চিনা, ভুরো, ভোট্টা প্রভৃতি একটু যত্ন করিলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং ইহা যদি যত্ন পূর্ব্বক উৎপন্ন করা যায় তবে দুর্ভিক্ষের কোন ভয় থাকিবে না।

যোড়াসাঁকে ন্যায়রত্ন এণ্ড কোং নামক একখানি বস্ত্রের দোকান হইয়াছে। দোকানের নং ৩৭৩ চিৎপুর রোড। যে দেশে এক দিন ন্যায়রত্ন উপাধিধারী ব্রাহ্মণ যে গৃহে গমন করিতেন, সে গৃহ পবিত্র হইত, এক্ষণ পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে কাপড়ের দোকান করিতে হইয়াছে, দেখিলে চক্ষের জল আইসে। দেশের যে কি দুর্দ্দশা তাহা এই একটী ঘটনা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। তবে একটী সুখের বিষয় যে সুবিজ্ঞ ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিরা যদি এই রূপ ব্যবসা বানিজ্য আরম্ভ করেন তবে লোকের ক্রয় বিক্রয়ের বিস্তর সুবিধা হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন যে, টাকায় এক আনা মুনুফা মাত্র লইয়া তিনি কাপড় বিক্রয় করিবেন এবং আমরা বলিতে পারি যে ইনি যাহা বলিতেছেন কার্য্যে তাহাই করিবেন। মফস্বলের লোকে অনেক সময় এখানকার বাজার দর না জানিয়া কাপড় খরিদ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছেন।

নড়ালের জমিদার বাবু চন্দ্রকুমার রায় কাশিপুরে সুবারবান হাস্পিটাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দুই বিঘা জমি দান করিয়াছেন। তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের নিমিত্ত বিস্তর চাউলও খরিদ করিতেছেন। নড়ালের জমিদারেরা চিরকাল দুঃখী দিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় যে তাঁহারা আরো সৎকার্য্যে মনোযোগী হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাবু গোবিন্দ সুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেনঃ—"মুরশিদাবাদ জিলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া এবং বীরভূমের পূর্ব্বে কিয়দংশে এই সময়ের মধ্যেই বিশেষ অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। এ সময় গবর্ণমেণ্ট সিন্থিয়া হইতে জেমুয়া কাঁদির মধ্য দিয়া বহরমপুর পর্য্যন্ত যে মাটির রাস্তা আছে সেইটি পাকা করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখী লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ হয় এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যের এবং পথিক গণের বিশেষ উপকার হয়। পূর্ব্বে এক বার এই পথ পাকা করিবার চেটা হওয়ায় কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইঁট ফেলা হইয়াছিল এবং বিস্তর ইঁট তৈয়ার হইয়াছিল। এই পথ অসম্পূর্ণ থাকায় এত দূর অপকার হইতেছে যে সিন্থিয়া হইতে কাঁদি যাওয়া পথিক গণের পক্ষে বিলক্ষণ কষ্টকর হইয়াছে।"

বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে একটি ভদ্র লোক যাহা লিখিয়াছেন তাহা কর্তৃপক্ষের গোচরার্থে আমরা প্রকাশ করিলাম। আমরা ভরসা করি পত্র প্রেরক অত্যুক্তি করিয়াছেনঃ—

"প্রস্রাব করিলে পাহারাওয়ালা কনেষ্টবলগণ প্রস্রাব করণ সময় মানা না করিয়া প্রস্রাব ত্যাগ হইলেই তাহাকে ধৃত করিয়া ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ধরিয়া আনে। তিনি ধৃত ব্যক্তিকে আনিবা মাত্রেই কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ৵০ ।০ ॥০ আনা জরিমানা করিতেছেন। গত ১৮ ই আগষ্ট তারিখে মিউনিসিপাল সেক্রেটারী সাহেব ময়লা নিবারণার্থ এক রিপোর্ট দেন। কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দিয়াই একবারে কাছারি হাতার মধ্যে প্রস্রাব করা বন্দের হুকুম দেন। মিউনিসিপল কনেষ্টবল বসাইয়া দেওয়া হয়, ভদ্রাভদ্র যে সকল লোক কাছারিতে কার্য্যবশতঃ আসিতেছে তাহারা জানে না যে কাছারিতে প্রস্রাব করিতে নিবারণ করা হইয়াছে। কিন্তু যে প্রস্রাব করিতেছে অমনি কনেষ্টবলগণ ধরিয়া ঘুঁশা ঘুঁশী দিয়া ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের হুজুরে হাজিরে আনিতেছে, তিনি অমনি ।০ আনা জরিমানার হুকুম দিতেছেন। পূর্ব্বাহ্ণে বারণ করিলে ভদ্রলোক প্রস্রাব করে না এবং এরূপ অপমান ও দণ্ডিত হয় না। ২৮ এ আগষ্ট তারিখে একব্যক্তি ভদ্রলোক ইষ্টাম্পে টিকিট আঁটিবার জন্য ঐ মিউনিসিপাল আপীষের পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে তাহাতে জল লইতে ছিল কনেষ্টবল তাহাকে ধরিয়া আনিলে ধৃত হওয়া ব্যক্তি কহিল আমি প্রস্রাব করি নাই, জল লইয়া টিকিট আটিতে ছিলাম। কনেষ্টবল বাবু কহিলেন, না সাহেব, প্রস্রাব করিতে ছিল। সুবিজ্ঞ বিচারক সাহেব কহিলেন, হাঁ ঠিক বাত, ফাইন ।০ আনা দেওগা।"

শ্রীরামপুর হইতে আমরা নিম্নের সংবাদটী পাইয়াছি। "মনুষ্য মৃত্যুর পূর্ব্বে যে জানিতে পারে এটী তাহারই একটী দৃষ্টান্ত। প্রায় দুই সপ্তাহাধিক হইল ইণ্ডিয়া পব লকওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের কেসিয়ার শ্রীরামপুর নিবাসী বাবু রাম গোপাল পালিত মহাশয় কাল কর্তৃক গ্রাসিত হইয়াছেন। ইনি প্রথমে সামান্য পীড়াক্রান্ত হ'লে অনুভব করিয়াছিলেন যে তাহাকে পৃথিবী হইতে অবসর লইতে হইবে। সর্ব্বদাই বলিতেন যে এবারে আর আমি বাঁচিব না। গোপনে আপনার বিষয়াদির তালিকা করিয়া তাহার নাবালক সন্তানকে দিয়া ছিলেন। পূজার পূর্ব্বে আপিস হইতে বাটী যাইবার সময় অনেককেই বলিয়াছিলেন যে পূজার পর আর তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হবে না আর অন্য অন্য কথা এবং কয়ের দ্বারায় তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বে (যদিও তৎকালিন মৃত্যুর কোন লক্ষণ নাই,) ডাক্তারকে বলিলেন এবারে আর তুমি আমায় বাঁচাইতে পারিবেনা। আর একবার আমার হাত দেখ বলিয়া হাত আগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন এই বার আমায় জন্মের মত দেখিয়া নাও। অন্য একটী ডাক্তারকে বলিলেন তুমি একবার আমার বুকটা শেষ পরীক্ষা কর। এই স্থানে আমার বেদনা হইয়াছিল। তাহার পর বৈদ্যকে বলিলেন মহাশয় কেন বাকি থাকেন একবার হাতটা দেখুন। উপরোক্ত তিন ব্যক্তির দেখা শেষ হইলে আপনার আত্মীয় একজনকে নিকট ডাকিয়া তাহার স্কন্ধে মস্তক নিহিত করিলেন। তাহার দুই মিনিট কাল পরে স্ব ইষ্টদেবের নামোচ্চারণ করত শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যক্তি অতিশয় সদাশয় পরোপকারী ও পর দুঃখ মোচনে তৎপর ছিলেন। দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব সন্তান ৪।৫ টীকে ভরণ পোষণ ও বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক দুঃখী, বিধবা ও পিতৃ মাতৃহীন বালদিগকে মাসিক বৃত্তি দিতেন। ইহার নিমিত্ত বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চাতরা নিবাসী লোকেরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন।"

আমরা পোষ্টাফিসের অবিচার সংক্রান্ত পত্র খানি এই স্থলে গ্রহণ করিলাম "ভাগলপুরের পোষ্টমাষ্টার মুনসী সেখ লুতক আলী অদ্য ২৮ বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এখানকার ডাকঘর অতি উত্তম এবং তাহার কার্য্যে সকল পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। জেলার হাকিমগণ মহা সন্তুষ্ট কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য এই যে তিনি একটী ভাল পোষ্টাপিসে আছেন, ঘর ভাল এবং সাহেব লোক থাকিবার যোগ্য। অদ্য কএক দিন হুকুম আসিয়াছে যে তাহার স্থানে ত্রিহুতের কোন নীলকরের আসীষ্টাণ্ট পি, জি, স্কট সাহেব বহাল হইয়াছেন এবং তাহার ভাগলপুর আগমনে পোষ্টমাষ্টারকে চার্য্য দিবার হুকুম হইয়াছে এবং তিনি পেনসন্ পাইবার দরখাস্ত করেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা হত বুদ্ধি হইয়াছি। বিশেষ এই পোষ্টমাষ্টারি পাইবার জন্য তিন চারি জন পুরাতন পোষ্টমাষ্টার এবং তিন জন সব ইনস্পেক্টর দরখাস্ত করিয়া ছিলেন।"

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY, 11th Dec. 1873.

The Hon'ble Dwarika Nath Mittra was seriously ill, but we are rejoiced to hear that he is improving.

We deeply regret to hear that Babu Shurendra Nath has not been acquitted, indeed nothing has been as yet definitely known. Mr. Montriou is quite confident that Babu Shurendra will be acquitted, and perhaps the rumour owes its origin to his hopeful expressions and the fact of the evidence for prosecution having completely broken down, but then Mr. O'kineally is on the other hand as confident that the Babu will be convicted. But we have very little doubt that the Commission will exonerate him from all the serious charges.

Babu Cally Mohon Das has been the subject of newspaper criticism for re-entering the Hindoo Society. The *Mirror* might exclaim 'but oh how fallen !' but it has no right to say that Babu Cally Mohon Dass was induced by other than conscientious motives to adopt the step he has taken. When the Bramhos in Calcutta were only declaiming against caste, Babu Cally Mohon had boldly trampled it under foot, and such a man could not be a coward. We believe it requires no little amount of moral courage for a man of the Babu's position now to enter the Hindoo Society after submitting to the penance which the Hindoo religion requires.

We are extremely glad to learn that Babu Jogodish Nath Ray, District Superintendent, has come over to Calcutta at the request of the Lieutenant Governor. He has been summoned, we are told, to confer with His Honor on the subject of the impending famine. Babu Jogodish is a man of vast experience, he did material service during the Orrissa famine, amd we feel confident that his counsels and suggestions will be of great help to His Honor at the present juncture.

The Deputy Magistrates and Collectors enjoy the privilege of styling themselves Roy Bahadoors while in office but why the moonsiffs holding the same rank are denied it? Simply because formerly the Moonsiffs were nobody, but they are somebody now. Their pay has been raised and number increased, and they have been strengthened by an influx of a considerable body of intelligent and educated men in their ranks. Why do they not memorialize in a body? Surely the District Judges will support them, and Government will have no excuse to deny their prayer. If the Moonsiffs feel interested in the movement we hope they will let us know and we shall most cheerfully do the needful to bring it about.

We are glad to learn that Abdul Kader has been acquitted by the highest tribunal of the land. There is however some consolation for the executives, the man has been totally ruined.

That self-sufficient, *subjanta*, none-like-me nation, the English, never make themselvy more ridiculous than when they pretend a knowledge of anything peculiarly native. Mr Clarke learnt the whole science and art of Hindoo Music in seven days. The English philosophers talk of Sankhya philosophy as if they could and would understand it, and go the length of criticising it. A clever writer in the *Englishman* very innocently says: "thus we know that it is only the poorer classes who eat Aush rice and that *no one will eat new rice, whether Amun or Aush.*" If the latter statement were correct there would have been no apprehension of a famine in the land.

It appears that the Lieutenant Governor is really going to leave the country next spring. We hope he will stay till the present crisis is over. Sir Richard Temple has been named his successor, and already some papers are condemning the selection. It is a notorious fact that newspaper writers have almost always failed in such prognosties. Lord Mayo was lauded to the skies and it was said that after Lord Lawrence any change would be better, but the mistake was speedily found. Sir Cecil was condemned beforehand but he proved perhaps the best of all Lieutenant Governors of Bengal. Why Sir Richard Temple should be condemned beforehand we do not know. It is said that he failed as a Financial Minister, but that is no reason why he should fail as an administrator. But what is the ground of the common belief that he failed as a financier? He accumulated a large cash balance and we regret we cannot justify him there. But the cause of his unpopularity is not to be attributed to the increase of the cash balance under his parsimonious care but to his persistence in imposing an income tax. It is now known and admitted by the natives at least, that the howl was raised by the Europeans against that tax, and the natives who joined in the howl now see their mistake. We are convinced Sir Richard Temple will not like Sir George over-ride public opinion and we want nothing more.

Babu Janokee Nath Roy a highly educated man and a rich merchant thus writes to the *Patriot*. We hope the grievance will be removed. He writes :—

"While the Government is exerting itself so laudably to mitigate the efforts of the impending famine and declaring that no time and no money should be spared in facilitating the transport of grain to distressed districts, the Treasury Department has seized the present opportunity to exact a premium of eight annas per cent from these who want a Transfer Bill upon Backergunge and other rice producing districts. although no such exaction had been made in previous years. You are well aware taht at a time of scarcity, roads are not safe, Mahajuns do not therefore make remittance in silver via the Soondurbuns They have recourse to Governments, but in this they have also been foiled inasmuch as the Collector of Backergunge declines to cash the same. Now, Mr. Editor, I respectfully ask your advic as to what should the Mahajuns do now? Should they sit idle, while the whole country looks up to them for the transport of food? Should the Government care for such paltry sums as the premium on transfer bills while it has sanctioned lacs of Rupees for relief measures?"

Babu Shyama Shankar Choudhry of Teota is or ought to be well known in the country. A man of acute intellect and observation, a large heart and vast information, there is not a more well-informed or better man in the whole country. As a grain merchant his opinion regarding the impending danger is of great weight, and he hitherto was hopeful of the future. But he thus writes from home which is in the Furreedpore District :—

At this critical time the poor inhabitants of this Subdivision are suffering from a malarious fever : In the interior even in places adjoining the Bungalow of the Deputy Magistrate the fever is raging most furiously. In places on the bank of the Pudma it is mild. I have sent men to purchase rice from the most eastern quarters of Bengal, such as Sylhet, Cachar &c The price there has risen by a large influx of boats, a few coming even from Patna. But I anticipate the price will fall as these boatmen already go to suffer a loss owing to the great supply in famine-stricken districts from other quarters. I am to supply or advance rice to my friends relatives neighbours, tenants, &c., &c., at a cheaper rate. The rice crop has not been as yet harvested. It will be in the month of *poush*, I apprehend, however, a great distress in our quarter since working people are laid up. Relief must be immediately given to the sick The Government stock of quinine at Dacca is exhausted. The bazar quinine does us no good.

Government has wisely made to ply a steamer between Goalund and Bhagwangola, but I think if another steamer were to ply, the rivers of Jumna, Doykaba, and Seista it would alleviate the sufferings of the people of North Bengal; it should touch Nacalia, Sherajgunge, Bediaklally, Jugunnathgunge, Bagowa, Kakina, Ghoramara, Bhotmari, Baoria and Julpigoree starting from Goalund. The country boats will never be able to go up the strong stream loaded with full cargo.

Our Crisis—As the year in which Bengal was incorporated into the Mogul Empire is marked by a disaster from which the Hindoo metropolis (Gour) never recovered, so the famine of 1770 stands an appalling spectre on the threshold of British rule in India. It is impossible now to estimate exactly the extent and magnitude of the calamity which threatens the land, but one cannot shut his eyes to the fact that the present season of drought strikingly resembles in its main features the terrible catastrophe which depopulated half of Bengal a little above hundred years ago. During the last three years the weather in Bengal has been abnormal. There was excessive rainfall in 1871, the year following was characterised by a scanty fall of rain, while the year 1873 has been dry and dry almost beyond precedent. It was exactly the case with the years which immediately preceded the memorable famine of 1770. The rains of 1768 were so abundant as to cause temporary loss from inundation while those of 1769 were remarkably scanty. Lower Bengal has three harvests each year; a scanty pulse crop in spring; a more important rice crop in autumn; and the great rice crop, the harvest of the year, in December. There was a total cessation of rains in September 1769, just as they ceased in September last. The result was a heavy failure of the Aman rice crop in December, 1769, and a very small out-turn of Rabi in March. From the official records so carefully collected by Dr. Hunter it appears that the crops of 1769-1770 on the whole yielded all round but one-half the usual harvest. Now as far as we are aware of the state of the harvests which the present season may have in store for us, the most sanguine mind can hardly expect to reap in an average eight anna harvest all round either in Behar, Bhagulpore or Rajshye, which strangley enough, forms the area of the drought of the present season as they did of the famine of 1770. The Lieutenant Governor puts down Patna, Bhagulpore and the Rajshye Divisions as the most distressed tracts and in April 1770, we are told officially, "Purnea, Rajmahal, Birbhum and part of Rajshye were the most terribly stricken localities." Rajmahal was in fact the very focus of the drought. "The zemindars of Rajmahal" says an official report "are ruined, the land not having yielded half produce for the last 12 months." Again as we are hoping now that Madras may be able to assist us, so were they hoping then, but while the south-eastern districts if the old official records are to be believed, escaped and yielded "a fair harvest," we can scarcely count upon any district of Bengal as holding out the hope of yielding a fair harvest. As to the Rabi of next March, its yield we fear, has been already decided by the drought, and if we reap in an eight anna spring harvest, it is more than we can reasonably hope for. The people are thus in a far more critical position in the beginning of December 1873 than they were in December of 1769. In the fourth week of that month, writes an official named Carier for the information of the Court of Directors that "one district was suffering so severely that some slight remission of the land-tax would have to be made"; while if we are informed rightly actual starvation has already commenced in several families in parts of the most afflicted districts. It is very difficult to make any trustworthy comparison between the power of the people to sustain the present calamity and that of their unhappy forefathers to meet the famine of 1770. The event showed that the food reserves of the country at that period were inadequate to the demand upon them and the people died from an absolute insufficiency of food in the province. And yet they were all agriculturists, growing almost no exports and indeed nothing but food. It really seems inexplicable that while the people produced almost nothing but food grain and while there is no reason to suppose that the soil was less bountiful then than now, there should have been no food reserves in the country, but nevertheless it appears to be a fact. The agricultural classes of the present day are differently situated altogether. They not only produce food grains and meet a

heavy out-side demand, but grain lands are now converted into fields of such commodities as jute, date, opium, indigo and other export produce. This necessarily keeps the country stored with food grains barely sufficient for one year and that necessarily the food reserves in our day should be fewer in number than in the latter end of the 18th century. From a rough calculation we estimated the other day that what food we have in the country could last only for two months or so and if the fact be really so and grains are not imported, we must then be prepared for the terrible scenes which will be enacted from April to June. The people even when harvest is very fair generally suffer during these months, and when we are entering upon a famine year with food reserves insufficient to carry the people on to the next harvest, the horrors we are to experience can hardly be imagined. We stand on a terrible uncertainty and if our worst apprehensions should be realized it is of the utmost importance that all necessary steps be taken at once. We have one advantage over the famine of 1770. The inhuman policy pursued then by Government is not only unknown now but Govt. is all vigilance and activity in adopting remedial measures in case the dire evil prove a real fact. When we remember the cruel rigour with which the revenue was exacted, the refusal to take any excuse for default and the over-whelming severity of the punishments that followed it, we become painfully aware of a fact which will ever sit as a stigma on the British rule in India. While before the commencement of 1771 one-third of a generation of peasants had been swept from the face of the earth by a dreadful famine, this greed and violence on the part of the English rulers either destroyed or reduced to indigence a whole generation of once rich families. The revenue farmers, a wealthy class, who then stood forth as the visible Government to the common people, being unable to realize the land-tax, were stripped of their office, their persons imprisoned and their lands, the sole dependence of their families, re-let. The ancient houses of Bengal who had enjoyed a semi-independence under the Moghuls, and whom the British Government subsequently acknowledged as the lords of the soil, fared still worse. From the year 1770 the ruin of the two thirds of the landed aristocracy of Bengal dates. The Moharaja of Burdwan died miserably towards the end of the famine and left a treasury so empty that his heir had to melt down the family plate to perform his father's obsequies. Sixteen years later we find the unfortunate young prince unable to satisfy Goverment demands, and a prisoner in his own palace. The Rajah of Nuddeah emerged from the famine impoverished and in disgrace, and Government eventually took the management of his estates into its own hands. The Rani Banwari of Rajshye, a remarkable lady, was threatened with dispossession, the sale of her lands and the withdrawl of her Government allowance. The young Rajah of Beerbhoom was confined for arrears of rent, and the venerable Rajah of Bishenpore, after weary years of duress, let out of prison only to die. To such a deplorable state were the country and its people reduced by a dreadful famine and an eqally dreadful Government. But we live in an altogether different age. We live under a truly Christian and humane Goverment. If our worst apprehensions be realized, we need not entertain any fear as to an additional pressure from Government in the shape of taxes being levied with atrocious cruelty. Our rulers are indeed fully conscious of the gravity of responsibility which lies on their shoulders and the teachings of the famine of 1770 and 1866 seem to have made them almost nervous on the subject. God alone knows what might be the fate in store for Begal, but it is a happy thing for the country that we have got two such energetic and kind-hearted rulers as Sir George and Lord Northbrook. Already they have shown a promptitude in preparing to meet the impending calamity which cannot fail to secure the confidence of the people and give them hope that they can surely rely on the wisdom and kind-heartedness of their Lieutenant Governor and Governor General. Never was Sir George more alive to the gravity of his situation. From the last weekly narative of the drought, kindly placed at our disposal by the Goverment of Bengal, we find that up to the evening of Thursday (the 4th December) 38,186 maunds of Burmah rice, and 84,134 maunds of Indian rice have been despatched to the interior. The S. S. *Dacca* with 9,000 bags of rice from Burma, is now in the river. About 84,000 maunds of the Indian rice bought in Calcutta is either under delivery or else is stored in Calcutta warehouses as a reserve for despatch to districts whence emergent indents may be forthcoming. Three native sloops carrying about 5,000 maunds of Balasore grain have come into the Hoogley, and four more sloops have left Orrissa. The Chittagong rice bought by the Commissioner of Patna has come into Calcutta and is being despatched by rail; and barley and other grains bought by him has arrived at the Behar stations from the North-West Provinces. The work of transporting the grain into the interior from the railway and river-side stations has already begun. As regards storage of grain no storehouse is yet finished, but several have been rented. The relief works are being carried on vigorously. Upwards of 8,300 men are at works on the head-works at Dehree, and 5400 on the Arrah Canal. From the western main canal 463 villages aggregating 261 square miles have received water: it is estimated that the area actually irrigated is 104,000 acres. On the Kana Nuddee in Hoogley some 1396 men have been daily employed. It was expected that water will pass through the cutting on the 10th instant and save about 100,000 acres of root and spring crops. Of the Northern Bengal Railway the mere earthwork on this line will probably give employment to 1000,000 people if that number were to come on the works. Such measures as prudence and energy could devise to avert the danger are being promptly adopted by our good Lieutenant Governor. The duty of Government is immediate and pressing. The extreme distress will not commence before April next, but upon the measures taken now to insure a future supply will materially depend the extent of misery which awaits us at no distant date. We have, we say, great faith in Lord Northbrook's cool determination and Sir George's untiring energy, but when the external circumstances surrounding the present season of drought resemble so strikingly those of the famine of 1770, we must look less hopeful than we ought, for while a wrong calculation of a sanguine nature might lead us to sure destruction, a calculation of an opposite natute even if false could harm nobody.

THE CIVIL SERVICE OF INDIA.—The East Indian Association is doing a noble work, and it is a great pity that the natives of India for whom the Association works have not sufficiently appreciated that body of philanthropists. The British Indian Association it seems is somewhat jealous of the East Indian Association, at least there is no great sympathy and unity between those two bodies, though they have one common object in view. They rarely act in concert and seek each others help. The people of Bombay are wiser, indeed the Association in England owes it origin to them, and were it not for them, the Association would have long ceased to exist. But the Bengalese taking a greater interest in politics and more fond of political agitation have all along made a great mistake. They generally spend their energy by agitating matters in this country, while they should have sought to move the people of England. The atmosphere of this country is vitiated, the authorities prejudiced, there is a sort of political free masonary amongst the Government officials and whenever we seek to do away with any unpopular measure we attack the self love, the prejudice, or the individual interest of the party to whom we seek for redress. There is no doubt of it, if we had heartily joined the Association in England we could have by this time secured some substantial advantages to our country.

The Association lately reminded His Grace the Duke of Argyll that the promise to employ natives in the Civil service without subjecting them to any competitive examination though made 3 years ago has not been as yet fulfilled. It was enacted in 1833 that no native of India shall by reason of his religion, color & & shall be disabled from holding any employment under the East India Company. Thus the doors were thrown open, but still none allowed to enter. A native could be the Governor general of India by law but he was not allowed to hold any important office. In 1853 the subject was again debated and Lord Monteagle said that the natives were only deceived with false hopes. After a hot discussion the matter was dropt and the enacment of 1833 was consigned to oblivion. But it was again revived by Lord Lawrence, who proposed that nine Scholarships should be given to the people of India of the value of Rs. 2000 each, for them to prosecute their studies in England to compete for the Civil service. These Scholarships were no sooner given than withdrawn. His Grace the Duke was indignant, he said: "To speak of nine scholarships distributed over the whole of India—nine scholarship for a Government of upwards of 180,000,000 of people *as any fulfilment of our pledges of obligations to the natives would be a farce.*" So the Duke was indignant. He further said "there are many places in the covenanted service of India for which natives are perfectly competent, without the necessity of visiting this country; and I believe that by competitive examinations conducted at Calcutta, or even by pure selection it will be quite possible for the Indian Government to secure able, excellent and efficient administrators." And the indignant Duke hastily withdrew the State scholarships and had a clause introduced by which the Governor General was fully empowered to admit natives into the Civil Service "although such native shall not have been admitted to the said Civil Service of India" in the usual manner. When this announcement was made the Government was at its height of unpopularity and it wase believed and unreservedly said that the success of the natives who availed themselves of these scholarships aroused the jealousy of the Government and that this flimsy pretext was taken advantage of to put a stop to the advancement of natives. Now were they justified in bringing such a serious charge against the good faith of the Government? The scholarships were withdrawn three or four years ago and how many natives have been admitted? The letter of the East Indian Association has been replied to and His Grace said that the subject is under the consideration of Government and the attention of the Government has been twice called to it. The Duke also promised to send the letter of the Association to the Government and to request the early attention of that authority to the subject. The subject of the employment of natives was first taken up in 1833, it was again discused after an interval of 20 years that is in 1853; the subject has been again taken up in 1873 after a further interval of 20 years, and we hope Lord Northbrook will not leave the matter to be settled after a further interval of 20 or *n* 20 years. Now let us see, the promise was made and the State scholarships withdrawn by the indignant Duke some three or four years ago, and if he had let matters stood as they were, by this time say about 20 natives might have got employments in the Civil Service of India. Thus if 20 natives were employed now, it might give satisfaction to Lord Lawrence, but His Grace wanted something more. He thought it would be a farce to distribute only nine scholarships over a population 180 millions. To give effect therefore to the wishes of His Grace, Lord Northbrook must do something more than that! Well it must be settled after all whether what His Grace said was merely a hoax. There is a ring of sincerety in the tone and expression of the Duke, but then the fact is, for forty years the Government has been whetting the appetite of the natives and as yet not a bone has been given to them. We hope the British Indian Association will follow in the wake of the East Indian, and other Associations both in this and the Bombay Presidency will also follow and press His Excellency the Governor General for a definite reply. This will at once remove the doubt whether there is any sincerity in the promises of the Government of giving the natives higher employments in their own country.

ADVERTISEMENT

NATIONAL THEATER.

AT THE OLD LOCALE, JORASANK, CHITPUR ROAD.

GRAND OPENING NIGHT.

Saturday, the 13th *December*, 1873.

THE MOST-INTERESTING & THE LATEST PUBLISHED.

MARTIAL DRAMA

HEMLATA.

BY BABU HARA LAL RAY.

PRICES OF ADMISSION:

First class, Rs 2; Second class Re 1 and Third class 8 as.

Performance to commence at 8P.M.

The above Drama tobe had at the Theatre.

Price Re

বিজ্ঞাপন ।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ।

বড় দিনের ছুটীর টিকিট ।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বর্ত্তমান মাসের ২০এ শনিবার এবং তৎপর হইতে যে কোন ষ্টেশনে ভ্রমণের নিমিত্ত যে সকল অর্ডিনারি রিটারণ টিকেট দেওয়া যাইবে, তাহার ফল যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এই মাসের ২৮ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে।

বড় দিনের দিনের দিবসের গাড়ী।

ররিবারে যেরূপ গাড়ী চলে বড় দিনের দিনে আরোহী দিগের গাড়ী সেইরূপ চলিবে।

এজেন্সী আফিস। ১

কলিকাতা, ৯ ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩

সিসিলষ্টিফেন সন।

সমালোচনা ।

চন্দ্রনাথ—উপন্যাস। শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আমরা এই পুস্তক খানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারি নাই। উপন্যাসের যে কয়েকটী প্রধান গুণ, তাহার মধ্যে চিত্তহারিতা বা কৌতুহল উদ্দীপন একটী। গ্রন্থকার ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অথচ চন্দ্রনাথে অমানুষিক কোন ঘটনা নাই, অদ্ভুতের লেশ মাত্র নাই। গ্রন্থকার প্রাত্যহিক জীবনের কতক গুলি ঘটনা লইয়া তাঁহার আখ্যায়িকাটী সাজাইয়াছেন। সামান্য ২ ঘটনা লইয়া একটী চিত্তহারী উপাখ্যান রচনা করিতে কিছু ক্ষমতা লাগে। পুস্তকের ভাষাটি সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে। তবে গ্রন্থকার যেখানে প্রকৃতির বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় সেখানে কিছু বেশী দূর গিয়াছেন। সন্ধ্যা বর্ণন, প্রাতঃকাল বর্ণন, অমানিশা বর্ণন আমরা শুনিয়া ২ এত বিরক্ত হইয়াছি যে কোন ভাল গ্রন্থে তাহার আধিক্য দেখিলে কষ্ট অনুভব করি। আর একটী কথা। প্রতি অধ্যায়ের শিরোদেশে এক একটি উদ্ধৃত বাক্য সন্নিবেশিত করার ফল কি? ইংরাজি পুস্তকে উহার যে ফল থাকুক, বাঙ্গলা পুস্তকে উহার কোন ফলোপধায়িকতা দেখা যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় উপাখ্যান পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প। যাহা কিছু আছে তাহার অধিকাংশই ইংরাজী গন্ধে পরিপূর্ণ। চন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ রূপে না হউক অনেকাংশে এই দোষ বিবর্জ্জিত। পুস্তক খানির এই একটি বিশেষ গুণ। আমাদের গ্রন্থকারের উপাখ্যান রচনা বিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা দেখিতেছি তাহাতে তিনি অনুকরণ না করিয়াও একজন সুন্দর উপাখ্যান লেখক হইবেন। বাঙ্গলা ভাষানুরাগী পাঠক এ পুস্তক খানি ক্রয় করিলে একটী টাকা নিরর্থক ব্যয় করিবেন না।

সংবাদ।

—গ্রাফিক নামক এক খানি ইংরাজি সম্বাদ পত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ইংলণ্ডে একজন সাহেব, মেম ও বাবা সাহেব এক বৎসর যে কাগজ লিখেন তাহা ওজন করিলে প্রায় ছয় সের হইবে। ইউনাইটেড ষ্টেটসে পাঁচ সেরের উপর হইবে। জর্ম্মেনীতে চারি সের ও ফ্রান্সেতে পোনে চারিসের হইবে। ব্রিটিশ অধিকৃত আমেরিকায় পোনে তিন সের, ইটালি এবং অষ্ট্রেলিয়ায় পোনে দুসের, স্পেইনে পোনে এক সের এবং রুশিয়ায় কেবল এক সের মাত্র হয়। ইহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে পৃথিবীর মধ্যে ইংরাজেরা অধিক লিখেন এবং রুশিয়গণ অধিক কাজ করে।

—ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য কিরূপ সুচারু পূর্ব্বক চলে তাহার বিবরণ বোম্বাই এক খানি ইংরাজি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটরিকে কোন পত্র লিখিলে ১ম ইহা একজন খুলেন, (২) এক জনে উহা এক খানি বহিতে কাপি করেন, (৩) তৎপর এক ব্যক্তি উহা আর এক খানি বহিতে তোলেন, (৪) তৎপর এক ব্যক্তি এ পত্র যে বিভাগের তাহার সেক্রেটরির নিকট অর্পণ করেন, (৫) তৎপর এক ব্যক্তি ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেন। কিছুদিন পরে ইহা একটী কমিটিতে অর্পিত হয় (৬) তৎপর ইহা অপর আর একটী কমিটিতে অর্পণ করা হয়, তাহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন (৭) পুনর্ব্বার উহা সেক্রেটরির নিকট প্রেরিত হয় তিনি ইহা তাহার সহকারীকে দেন (৮) তিনি ইহা নকল করিবার নিমিত্ত আর একজনকে দেন (৯) তিনি নকল করিয়া আসিষ্টেণ্টকে প্রত্যর্পণ করেন (১০) আসিষ্টেণ্টের প্রধান ক্লার্ক ইহা পরীক্ষা করেন (১১) ইহা লেফাফার মধ্যে পুরেন (১২) পিয়নকে দেন (১৩) পিয়ন উহা ডাক ঘরে দেয়। আমরা সেক্রেটরির কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত ভাবিতেছিলাম যে ইহার মধ্যে আর গুটি কয়েক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা যায় কিনা কিন্তু সেক্রেটরির এবিষয় এরূপ ক্ষমতা যে তিনি কোথায় একটু ফাঁক রাখেন নাই।

—ইউনাইটেডষ্টেটসে মেরী ফচার নামক একটি স্ত্রীলোক আছেন। তিনি আজ আট বৎসর পর্য্যন্ত কিছু আহার করেন নাই। ইহাঁর নিদ্রা প্রায় নাই বলিলে হয়। সমস্ত রাত্রি তিনি উত্তম সূচের কাজ করেন। ইনি (clairvoyant) দিব্য চক্ষুষ্মান এবং এই ক্ষমতা দ্বারা তিনি পৃথিবীর যেখানে সেখানে দেখিতে পান। আমেরিকার এক খানি প্রধান কাগজ নিউইওর্ক হেরাল্‌ডে এই ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা জানি কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দামুড়হুদা নামক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক অনেক বৎসর অবধি আহার না করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থকায় বাচিঁয়া আছে। ইহাকে সকলে "নিখাগী" বলিয়া ডাকে। ইনি কোন গুরুতর পীড়াক্রান্ত হন এবং আরোগ্য হইয়া ইহার আহারের ইচ্ছা ও প্রয়োজন একেবারে অন্তর্হিত হয়। ইনি দিব্য চক্ষুষ্মান কি না আমরা জানি না।

— আগামী বি, এ, পরীক্ষায় ২১২ জন, বি, এল পরীক্ষায় ১৮৩ ও এল, এল পরীক্ষায় ৬৪ জন ছাত্র উপস্থিত হইবেন।

— বাঙ্গলায় যেমন ইংলিশম্যান কাগজ সকলের প্রধান, বোম্বাইয়ে সেইরূপ টাইমস্‌ অব ইণ্ডিয়া কাগজ সকলের প্রধান। ইহার মালেক মল সাহেবের নামে একজন ৫০ হাজার টাকা দাবি দিয়া নালিশ করিয়াছেন। মল সাহেব ইহার নিকট হইতে প্রমেসরী নোট দিয়া ঐ টাকা কর্জ্জ করেন। শুনা যাইতেছে ইহাই বলিয়া আপত্তি উঠিবে যে যে খত লইয়া টাকা দেওয়া হয় উহাতে অল্প মূল্যের ষ্টাম্প সংযুক্ত ছিল।

—প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত অনেকগুলি দ্বীপ আছে। সেখানে নানা প্রকার বন্য জাতি বাস করে। কাপ্টেন সিমসন নামক একজন ইংরেজ ইহার একটি দ্বীপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া উহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে স্থানটির বিষয় লিখিয়াছেন উহা ৮০০ ফিট উচ্চ একটি পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। সেখানে উঠিয়া তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ দেখিতে পান। ঐ গাছের শাখার উপর তথাকার লোকেরা ঘর বান্ধিয়া বাস করে। এক একটি গৃহ মাটি হইতে ১০০। ১৫০ ফুট উচ্চ। লতার একরূপ শিঁড়ি দ্বারা এই গৃহে আরোহন করিতে হয়। গৃহ গুলি দেখিতে সুন্দর ও দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত। এক একটি গৃহে ১০। ১৫ জন লোক থাকিতে পারে। গাছের নিচে আবার একটি গৃহ বান্ধা থাকে। এখানে দ্বীপ বাসীরা দিনের বেলা অবস্থান করে রাত্রে বৃক্ষের শিরোদেশস্থিত গৃহে বাস করে। এখানকার লোকেরা সম্পূর্ণ অসভ্য। ইহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া যে যাহাকে পায় সেই তাহাকে খুন করে ও শত্রুর মস্তক দ্বারা গৃহ সুশোভন করে। কাপ্‌টেন সিমসন একজন প্রধান ব্যক্তির বাটি গমন করেন। সেখানে তিনি ২৫টী মনুষ্য মস্তক ঝুলিতেছে দেখিতে পান। ইহারা শত্রুদের মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা খাট চুল ও পুরুষেরা লম্বা চুল রাখে।

—সমাজদর্পণ বিশেষ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, যে মাইকেল সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহা যদি কেহ খণ্ডন করিতে পারেন তাহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিবেন।

—আমরা শিহাড়শোল পত্রিকা নামক একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালা ইংরাজি বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে।

—সোম প্রকাশ বলেন " অমৃত বাজার তামসিক লোক। তিনি যে আমাদের চোর ধরিবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তিনি যাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন তিনি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও হিতৈষী বন্ধু। অতএব আমরা তাঁহাকে একটী সংবাদ দিয়া তাঁহার দুর্ভাবনা দূর করিতেছি। স্বয়ং জগন্নাথ আমাদের এই ক্ষতি করিয়াছেন; কারণ হরিনাভির একখানি রথের ভিতর ২ মণ ॥৮ সের অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। রথ জগন্নাথের সুতরাং তাঁহারই এই কাজ। ছয়টী পুঁটুলিতে অক্ষরগুলি ছিল। তাহাতে বোধ হয় ৫। ৬ জনে এই কর্ম্ম করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রথখানি ফাঁড়ীর অতি নিকটে। পুলিষ ত আজিও কিছু করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, চিফ ইনস্পেক্টর বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন, পাকা লোক বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে। দেখা যাউক তিনি কতদূর করিতে পারেন। আমাদের বোধ হয় জগন্নাথকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহাদের আর ক্লেশ পাইতে হয় না। কারণ তাঁহার নিকট হইতে সম্মতি লইতে কষ্ট নাই। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" তাঁহার প্রতি সন্দেহ হইবার আরো বিশেষ কারণ এই যে তিনি পলাতক আসামীর মত একটী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে লুকাইয়া

থাকেন, বৎসরে একবার কি দুই বার ভিন্ন বাটীর বাহির হন না। পুলিষ যেরূপ চালাক সেই ভদ্র পরিবারের লোকদিগকে না ধরিয়া বসেন ত আমরা বাঁচি। "চোর ধরিতে হইবে" এই দুর্ভাবনায় পুলিষের আহার নিদ্রা নাই, আমাদেরও আহার নিদ্রা নাই। সেই জন্য বলিতেছি জগন্নাথকে চালান দিন যে তাঁহারাও নিষ্কৃতি পান আমাদেরও দুর্ভাবনা দূর হউক।" রথ উঠাইয়া দেওয়ায় আর একটী হেতু ক্যাম্বেল সাহেব পাইলেন। চোরের অনায়াসে রথের নিচে চুরি করিয়া দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখিতে পারে অতএব রথ উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

—সাধারণী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদিগের উপকারার্থে গ্রামে গ্রামে সভাসংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন "অনেক গ্রামেই দুই একজন সুশিক্ষিত যুবা আছেন। যে গ্রামে দুই একজন এরূপ লোক আছেন, সেখানে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে সন্দেহ নাই। অতএব, দেশীয় কৃতবিদ্য যুবাদিগের প্রতি নিবেদন, যিনি যে গ্রামে বাস করেন, বা কর্ম্ম করেন, বা মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করেন, তিনি সেই গ্রামে এক একটি ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষ দুঃখ নিবারণী সভা সংস্থাপনে যত্ন করুন। অবশ্য ভরসা করা যায়, যে সকলেই, যত্ন করিলে প্রবৃত্তি দিয়া দুই একজন গ্রাম্য ভদ্র লোককে আপনাদিগের সহকারী করিতে পারিবেন। তিন চারিজন একত্র হইলেই গ্রাম্য কমিটির কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। গ্রাম্য সভা সংস্থাপন করিয়াই কিছু চাঁদা তুলিতে হইবে। দিবে কে? এ প্রশ্নে অনেকেই ভগ্নোদ্যম হইবে, কিন্তু হওয়া উচিত নহে, টাকার অভাব নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন রিলিফ কমিটি হইতে চাঁদার দ্বারা যত টাকা উঠিবে, গবর্ণমেণ্টও তত টাকা দিবেন। তদ্ভিন্ন, দেশীয় অনেক ধনী লোকেরও সাহায্য পাওয়া যাইবে, এমত ভরসা আছে। স্থূল কথা গ্রাম্য সভায় অধিক টাকার প্রয়োজন হইবে না। বাছিয়া দিতে পারিলে, এবং বুঝিয়া দিতে পারিলে অল্প টাকাতেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের ভরসা আছে। অতএব অল্প চাঁদা তুলিলেই হইবে।"

—ত্রিচনপলির মুসলমানেরা মান্দ্রাজের গবর্ণরকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। এই অভিনন্দন পত্র খানি রৌপ্য নির্ম্মিত আধারে, হরিৎ বর্ন কারুকার্য্য ময় ও স্বর্ণ রৌপ্যের ঝালর বিশিষ্ট এক খানি সাটিন মণ্ডিত করিয়া গবর্ণরের নিকট প্রেরিত করা হইয়াছে। অভিনন্দন পত্রের বাহ্যের শোভা অপেক্ষা আবার অভ্যন্তরের শোভা গবর্ণর সাহেবের নিকট আরও মনোহর বোধ হইয়াছিল। মুসলমানেরা তাহাতে লিখিয়াছেন "হে রাজাধিরাজ নবাব লর্ড হবার্ড বাহাদুর, আপনার প্রতাপ যেন কখনই হ্রাস না হয়। পরমেশ্বর আপনাকে আমাদিগের পতিত অবস্থায় বন্ধু স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করি। আমাদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত যেরূপ লিখিয়াছেন, আমরাও সেই রূপ আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।" মুসলমানেরা পূর্ব্বে যত অত্যাচারই করুন এখন তাহারা এদেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। তাহারা দুর্দ্ধর্শ্য ইংরাজ জাতিকে বাধ্য করিবার মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের প্রসাদৎ আমরা শেখ আবদুল রহমানকে পাইয়াছি এবং সম্ভবতঃ তাহারা দেশের আরো কত উপকার করিবেন।

—বোম্বাইতে পুণ্ডরুক হরি চাঁদ নামক এক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে২ বলেন যীশু খৃষ্টের চরিত্র অতিশয় কুৎসিৎ ছিল এবং তিনি ইহা বাইবেল দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন। যিশুর চরিত্র কলঙ্কিত ছিল ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি বলেন যে, যিশু একদিন একটী পাতকুঁয়ার পাড়ে একটী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই স্ত্রীটী কুলটা ছিল। বাইবেলে লেখা আছে এক শত জন পুরুষের সঙ্গে সে সহবাস করে। যিশু যে তাহাকে কুৎসিৎ প্রস্তাব করিতেছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ যিশু তাহাকে বলেন যে তিনি তাহাকে জীবন্ত জল প্রদান করিবেন। তিনি আরো বলেন যে, যীশুখৃষ্ট একজন ভারি চোর ছিলেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে তিনি একটী অশ্বসাবক চুরি করেন, তাহাকে লোকে ধরিতে আইলে তিনি বলেন কেন "তাহারা তাহাকে চোর বলিয়া ধরে?" যিশুর জন্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন যেরূপ গল্প রাষ্ট্র আছে তাহা অত্যন্ত কুৎসিৎ ও অবশেষে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে "বাইবেল আগা গোড়া মিথ্যা।" ট্রেবর নামক একজন সাহেব এই বক্তৃতা শুনিয়া ভারি বিরক্ত হন এবং বক্তার নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করেন যে, তিনি খৃষ্টান দিগের ধর্ম্ম গ্লানি করিয়াছেন। পণ্ডরিক ক্ষমা প্রার্থনা করায় মকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। যিশুর পবিত্র চরিত্র কলঙ্কিত করিলে খৃষ্টান ও অপর সকলেই মন বেদনা পান, কিন্তু ট্রেবর সাহেব খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্লানি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়া বড় ভাল করেন নাই। খৃষ্টান দিগের ন্যায় অন্য কোন সম্প্রদায় অপর ধর্ম্মকে গ্লানি করেন না এবং যদি অপর ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ট্রেবর সাহেবের পথ অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে এত দিন অনেক রেবারেণ্ড খৃষ্টান কারাগারে বাস করিতেন।

—সহচর বলেন, "লাকুটিয়ার জমীদার বাবু রাখাল চন্দ্র রায় যখন বারিষ্টার হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন অত্রত্য শিল্পের উন্নতির কারণান্বেষণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহাতে এদেশের শিল্পের উন্নতি হয়, তন্নিমিত্ত একটী সভা করা উচিত। কেবল সভায় ও বক্তৃতায় কাজ হইবে না। অর্থ ব্যয় করিয়া কারখানা করিয়া কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য।" বারিষ্টার রাখাল বাবু লাকুটিয়ার জমিদার নন। আমরা শুনিয়াছি ইহার বাটী কলিকাতায়। সহচরের ভুল হইয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

রেলওয়ে বিভাগ।

রেলওয়ে বিভাগের এক এক জন কর্ত্তা আছেন। যথা,—ব্যাচিল্লর সাহেব ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের, কম্পবেল সাহেব লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্টের, কাম্বাইকোল সাহেব টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের ইত্যাদি। এই সকল বিভাগের মধ্যে আবার কতক গুলি উপবিভাগ আছে। সেই সকল উপ বিভাগেরও আবার এক এক জন কর্ত্তা সাহেব আছেন। যথা, এলান্, কার্ব্বট্, গ্লাসাপ্, সিন্, পেডী, লিমেজারার, ষ্টোক্, কাটলেণ্ড, ডেভিস্, গ্রিবিল প্রভৃতি। ইহাদিগেরই অধীনে যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাহাদিগকেই লোকে "রেলওয়ে বাবু" বলে। আমাদিগের ইচ্ছা যে, পাঠকগণকে ক্রমে২ সকল বিভাগের বিষয় জ্ঞাত করাই; তজ্জন্য অন্যান্য বিভাগ অদ্যকার প্রবন্ধে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের বিষয় আপনাদিগের সম্মুখে বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

এ বিভাগের পাঁচটী উপবিভাগ আছে। সেই পাঁচটী উপবিভাগের পাঁচটী সাহেব কর্ত্তা আছেন। প্রথম বিভাগটী হাওড়া হইতে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়টি শিমুলতলা হইতে বাণারস পর্য্যন্ত, তৃতীয়টী আরা রোড হইতে কাণপুর ও জব্বলপুর লাইন পর্য্যন্ত, চতুর্থটি ভাউপুর হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত। পঞ্চম লুপ লাইন গুসকরা হইতে কজুয়া অবধি। ট্রাফিক এই পঞ্চ বিভাগে বিভক্ত। এক একটি বিভাগের কর্ত্তার অধীনে যে কত লোকে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হওয়া প্রযুক্ত প্রায় অনেকেই তাহা অনেকবার দর্শন করিয়াছেন। এক একটি উপ বিভাগের কর্ত্তার অধীনে যাহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহাদিগের বেতনের কথা শ্রবণ করিলে আপনা হইতে অনুভব হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষের ইহাদিগের কার্য্যের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি, বেতনের প্রতি তদ্রূপ দৃষ্টি নাই। আমরা বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে সেই সকল কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যাহাতে তাহাদের সংসার যাত্রা অতি কষ্টে নির্ব্বাহিত হয়।

কর্ত্তৃপক্ষেরা যে রূপ স্বীয় উপাস্য জাতির উদর পুরণার্থে অনবরত চেষ্টা করিয়া থাকেন ও করেন যদি সে চেষ্টার কণিকা মাত্রও এই অল্প ভাগ্য শাক অন্ন ভোজীদিগের উপর নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে সকল ব্যক্তি রেলওয়ে কর্ম্ম কোরে উদরান্নের জন্য কারাগারে প্রবেশ করিয়া রেলওয়ের প্রতি সাধারণের ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছে তাহা কদাচই হইত না।

কিছু দিন হইল বি বিভাগের দ্বারিকানাথ সুর নামে এক জন রেলওয়ে বিভাগে কার্য্যবিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় নির্ম্মল স্বভাবের বশবর্ত্তী থাকিয়া অন্যূন ৮। ৯ বৎসর এক জন ষ্টেসন মাষ্টারের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাহাকে রুগ্নাপবাদে পদচ্যুত করিলেন। তাহার অপরাধ যে তিনি পীড়িত হইয়া ১০। ১৫ দিবসের জন্যও শয্যাগত ছিলেন এরূপ অনুমিতি কিছুতেই হয় না। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, জামুয়ের ষ্টেসন মাষ্টার ভগবতী চরণ বসুকে কেন পদচ্যুত করা হইল? তাহার কি দোষ ছিল? রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা যাহা বলিবেন তাহাই সত্য হইবে, আর আমরা যাহা বলিব তাহাই মিথ্যা।

খগোল। শ্রীঃ —

পত্র প্রেরকের প্রতি।

আমরা রেবারেণ্ড যেরিয়েট সাহেবের সম্বন্ধে একটী কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের কবিতা প্রকাশের রীতি থাকিলে পরম সন্তোষের সহিত এই কবিতাটি প্রকাশ করিতাম।

কিং, লা, দে। ইনি বারুইপুর স্কুলের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা জানি

বারুইপুরের বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মিত্রের যত্নে স্কুলটীর উত্তম অবস্থা হয়। বিষ্ণু বাবু কি এখন বারুইপুর ত্যাগ করিয়াছেন?

শ্রীঃ—গোয়ালপাড়ার স্কুলে যোগ্য শিক্ষকাভাবে স্কুলের অনিষ্ট হইতেছে।

কালী—কৃষ্ণের শত নাম। অপূর্ব্ব হইয়াছে। তবে ইহা প্রকাশ করিলে বৈষ্ণবেরা মনে বেদনা পাইবেন।

দেশের দাস। ইনি মহকুমা মাগুরা হইতে নীল অত্যাচারের বিষয় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না।

রাজেন্দ্রলাল রায়। আপনার পত্র খানি গ্লানিসূচক, উহা প্রকাশ করিলে আপনার একজন ভদ্র লোককে গ্লানি করার একটু সুখ হইতে পারে, কিন্তু আমরা বিপদে পড়িতে পারি।

দ্বারিকানাথ বিদ্যারত্ন। আপনার ভূতত্ব বিচার বিষয়ক প্রতিবাদ আগামীতে প্রকাশের মনন রহিল।

শ্রীনলডাঙ্গা। বারান্তে।

শ্রীবা, তা, রায় রাণীগঞ্জ। আপনার পত্রখানি অতি দীর্ঘ হইয়াছে। যাহা হউক যদি সম্ভব হয় আমরা উহার সারাংশ আগামীতে প্রকাশ করিব।

বিদ্যাভুড়ভুড়ি। আপনার পত্র খান মন্দ হয় নাই কিন্তু নামটীতে ওরূপ তেঁদড়ামি প্রকাশ করিয়াছেন কেন? আপনি ও রূপ নাম দিলে আমরা আপনার পত্র প্রকাশ করিব না।

যশোর। প্রজার পক্ষীয় একখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। ইহার সারাংশ আমরা আগামীতে প্রকাশ করিব।

গঙ্গাচরণ শর্ম্মণ। মানভূম প্রদেশের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি রাণী হিঙ্গুলকুমারির বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন। ইনি বিদ্যালয়, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, দেবালয় প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অকাতরে ধন ব্যয় করেন। তাঁহার আয় তত অধিক নহে কিন্তু সদনুষ্ঠানে অজস্র ব্যয় করেন।

শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত। সারাংশ বারান্তে।

প্রিয়নাথ ঘোষ মেদিনীপুর। "আমি পশ্চিম দেশ হইতে পূর্ব্ব দেশে গমন করিতেছিলাম, বিগত ১৩ই কার্ত্তিক বুধবারে বেলা দুই প্রহরের সময় জাহানাবাদ সবডিবিজনে ভুরসুট পরগণার সাঁওতা নামক একটী ভয়ানক মাঠে অনুান ২০০।২৫০ লোক জমিয়াত হইয়া প্রজাদিগের আউস ধান্যের ফসল লুটতরাজ করিতেছে, দেখিলাম।" এই পত্রে হামুদ মোল্লা সাং জাহানাবাদ, গোপাল নায়েকদী মযলাল সাক্ষী হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

তীর্থ মহিমা।

(তীর্থস্থানের অনাচার এবং মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।)

শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল মেগ্যাজিন আপিসে এবং কলিকাতা ১৪ নং গোওয়া বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

ঢপ সঙ্গীত।

৺মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত ঢপ সঙ্গীত আমি সমগ্র সংগ্রহ করিয়াছি। এক খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে, শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। মূল্য ।/০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম, ধাম, ও মূল্য সত্বর প্রেরণ করিবেন।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নং ৫৫। কলিকাতা } প্রকাশক। শ্রীমহিম চন্দ্র বিশ্বাস।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অম্রৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

আহারীয় শস্যের আনা লওয়া।

প্রতি মাইলে মণ করা এক পাইর অষ্টাংশ যে ভাড়ার হার কমান গিয়াছে তাহা যে সকল আহারীয় শস্য, কলাই, ময়দা ও আটা দিল্লী বা জব্বলপুর এবং মির্জাপুরের মধ্যবর্ত্তী যে কোন ষ্টেসন হইতে মির্জাপুর অথবা মির্জাপুরের নিম্ন মেল লাইনস্থিত লক্ষ্মী সরাই জংশন অথবা লুপ লাইনস্থিত ভাগলপুর ষ্টেসন পর্য্যন্তের সকল ষ্টেশন হইতে রওনা করা হইবে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী ১লা ডিসেম্বর হইতে সে সকল শস্য সম্বন্ধে খাটিবে।

এই সকল দ্রব্য লক্ষ্মীসরাই অথবা ভাগলপুর পর্য্যন্ত কম হারের ভাড়ায় আনিয়া তাহার নিম্ন ষ্টেসন সকলে আনিবার নিমিত্ত পুনরায় বুক করিতে দেওয়া হইবে না।

যে সকল আহারীয় শস্য, কলাই, ময়দা, ও আটা উপরের দিকে হাওড়া ও মির্জাপুর ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী সকল ষ্টেসনে পাঠান হইবে সে সকল সম্বন্ধে উক্ত কম হারের ভাড়া খাটিবে।

এজেন্সী আফিস

সিসিল ষ্টিফেনসন।

কলিকাতা. ২৬ এ নবেম্বর। ১৮৭৩। ১

হেমলতা, বীররসাত্মক নাটক।

আগামী শনিবারে ন্যাশনালথিয়েটরে অভিনীত হইবে।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত; মূল্য ১৲ ডাক মাসুল ৵০ কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট নামক গলি ৭নং বাড়ীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

নব শিশুবোধ মূল্য চারি আনা শ্রীক্ষেত্র নাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত।

এই পুস্তকের প্রথমে—বর্ণমালা, বর্ণসংযোগ, কড়ানিয়া গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি, নাম ও পত্র লিখিবার ধারা, গদ্য পাঠ, পদ্য পাঠ, খত কবালা পাট্টা ওকালৎনামা আরজি ও দাখিলা লিখিবার প্রণালী আছে।

পরে অঙ্ক রাখিবার নিয়ম, নামতা, কুচা নামতা, আসামী কাক কড়া, তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করের ও স্কুলের মতে হরণ পূরণ, বামেভাঙ্গা হরণ, জমাখরচের পঁ্যাচ, কড়িকসা, মোকরা কড়িকসা, মোনকসা, মোকর মোনকসা, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, রতিকসা, বাঁটাকসা, কাগজকসা, সুদকসা, পিতলকসা, বিঘাকালি কাঠাকালি, জমাবন্দি, সপকালি, বরজিয়াকালি, পুষ্করিণীকালি, নৌকাকালি, দেয়ালকালি, ইটকালি, বদল, আকড়া, ত্রৈরাশিক, মাথট, আসললভ্য, মালসায়েরি, স্থিত পঞ্চক, অস্থিত পঞ্চক, সমান আনামাসা, খড়ি, বিস্তৃত রূপে বিবরিত আছে।

পরে—জমিদারী মাপের প্রণালী এবং চিঠা, চিঠার খতিয়ান, জমাবন্দি, কবুলতির তেরিজ, দেহা, থোকা, জমাওয়াশিলবাকি, মাসকাবার জমাখরচ, নিকাসি জমা খরচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে।

শেষে মহাজনী রোকড় খতিয়ান, এবং রেওয়া করিবার প্রণালী আছে।

ছাত্রগণ যাহাতে পুস্তকের এই বর্ণিত বিষয় গুলি সহজে বুঝিতে পারে, আমি তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

খাদ্য শস্য সম্বন্ধে ভাড়ার হার কমান।

খাদ্য সম্বন্ধে ভাড়ার হার যে কমান গিয়াছে তাহা ১৫ই নবেম্বর ও তৎপর হইতে দিল্লী বা জব্বলপুর এবং বাণারশের মধ্যবর্ত্তী যে কোন ষ্টেশন হইতে বাণারশ অথবা বাণারশের নিম্ন লক্ষ্মীসরাই জংসন অথবা লুপলাইনস্থিত ভাগলপুর ষ্টেশন পর্য্যন্তের সকল ষ্টেশন পর্য্যন্ত গোম সম্বন্ধে খাটিবে।

লক্ষ্মীসরাই বা ভাগলপুর পর্য্যন্ত কম হারে যে গোম আসিবে তাহা উক্ত ষ্টেশনের নিম্ন ষ্টেশন সমূহে আনিবার জন্য পুনরায় বুক করিতে দেওয়া যাইবে না।

সিসিল ষ্টিফেনসন

এজেন্সী আফিস ১

১২ ই নবেম্বর। ১৮৭৩।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

শস্যের ভাড়ার হার।

খাদ্য শস্য সকল সম্বন্ধে যে ভাড়ার হার কমান গিয়াছে তাহার আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে নীচের দিকে কেবল দিল্লী অথবা জব্বলপুর এবং বাণারসের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহ হইতে বাণারস অথবা বাণারসের নিম্ন লক্ষ্মীসরাই জংসন অথবা লুপলাইনস্থিত ভাগলপুর ষ্টেশন পর্য্যন্তের সকল ষ্টেশনে খাটিবে। লক্ষ্মীসরাই বা ভাগলপুর পর্য্যন্ত কম হারে যে শস্য আসিবে তাহা উক্ত ষ্টেশনের নিম্ন ষ্টেশন সমূহে আনিবার জন্য পুনরায় বুক করিতে দেওয়া যাইবে না। উপরের কেবল হাওড়া ও বাণারসের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সমূহে খাদ্য শস্য সকল কম ভাড়ার হারে যাইবে

এজেন্স আফিস

কলিকাতা ২৫ নবেম্বর। } সিসিল ষ্টিফেনসন। ১

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।